পাঠক ফোরাম

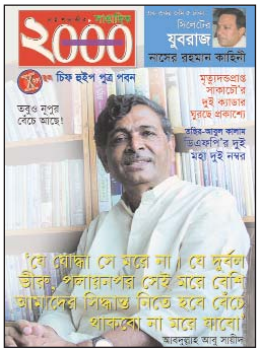

ধন্যবাদ সাপ্তাহিক ২০০০

বাংলাদেশে যখন মানুষের চেয়ে বোমার সংখ্যা বেড়ে গেছে; এই চরম দুঃসময়ে, হতাশাকালকে অতিক্রম করে স্বপ্নবাজ হতে, আশাবাদী করে তুলতে একেবারে যথার্থ ভূমিকা পালন করলো প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০। আলোকিত মানুষের কান্ডারি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে প্রচ্ছদে এনে সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে জাতির চরম ক্রান্তিলগ্নে আশার আলো দেখালো ২০০০। অসংখ্য ধন্যবাদ গোলাম মোর্তোজাকে। সায়ীদ স্যার যথার্থই বলেছেন- যুদ্ধটাই বড় বিষয়, মৃত্যুভয় নয়। স্যার যেন তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ দেখে যেতে পারেন- সেই কামনা নিরন্তরভাবে আমার মতো আরো অনেকেই করবেন নিশ্চয়। তবে তাদের আজ আরো সংঘবদ্ধ, একত্র হবার সময় এসেছে। তা না হলে শুধু আশায় বসতি গড়ে লাভ নেই। 'জাগো বাহে- কোনঠে সবাই', আমরা কি তবে এরপরও জাগবো না?

আবদুল্লাহ আল মোহন
নগরবাড়ী, পাবনা

আমাদের ভবিষ্যৎ কোথায়!

প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ দেশের আনাচে-কানাচে, কারণে-অকারণে শিশু-কিশোর, বৃদ্ধা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার! আজ আমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর কোনো নিশ্চয়তা নেই। নেই সুস্থ জীবনের প্রাণশক্তি। কিন্তু কেন এই হতাশা, অরাজকতা এবং নৈরাজ্য? যে দেশের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লাখো মানুষ হাসিমুখে তাদের মূল্যবান প্রাণ উৎসর্গ করেছে। লাখো নারী তার মূল্যবান ইজ্জত হারিয়েছিল। আজ সেই সোনার স্বাধীন বাংলাদেশ কোথায় এসে পৌঁছেছে? এ কোন দশা? তবে কি তাদের ঐ মহান উৎসর্গ আজ ধূলিসাৎ হচ্ছে না! পৃথিবীর প্রতিটি বাবা-মা চায় তাদের সন্তান সুস্থ, সুন্দর আর নিরাপদ পরিবেশে বড় হয়ে উঠুক এবং তাদের ধারণা বসতবাড়ির পরিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের সন্তানের জন্য নিরাপদ স্থান। অথচ আজ সমাজে কিছু অসৎ মানুষ হয়তো রসিকতা, নয়তো প্রতিহিংসার ছলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বোমা আতঙ্ক ছড়িয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি করছে তাতে হয়তো ক্ষণিকের আনন্দ আর স্বার্থপূরণ হচ্ছে। কিন্তু চিরস্থায়ী যে ভয় আতঙ্ক আর সন্ত্রাসের বীজ ঐ কোমল শিশুগুলোর মনে জন্ম নিচ্ছে তা আমাদের ভবিষ্যৎকে গভীর এক অন্ধকার আর প্রতিহিংসার নোংরা জগতে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। যা বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ও হতাশাযোগ্য। কিন্তু আমরা তো চাই না আমাদের প্রজন্ম এভাবে ধ্বংস হয়ে যাকে। তবে কি জাতির এই আতঙ্ক আর হতাশা থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই? আমরা নিরাপদে বাঁচতে চাই। চাই সন্ত্রাসমুক্ত সুস্থ, সুন্দর, আতঙ্কমুক্ত এক দেশ, একটি সমাজ। আমরা নিশ্চিন্তে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে চাই। দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে সব রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাই, দয়া করে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক নোংরামি থেকে মুক্ত রেখে এবং সাধারণ জনতাকে নিরাপদে থাকার সুবিধা দিয়ে আপনারা আপনাদের দাবি বা স্বার্থ হাসিল করুন আর প্রকৃত দেশপ্রেমকে হৃদয়ে জন্ম দিন। তবেই আপনার, আমার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণ ও উন্নতির-অগ্রগতি হবে। রাজনীতির ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা জন্মাবে!

রহমান শেখ
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

সর্বদলীয় প্রবাসী নাগরিক কমিটি

বাংলাদেশের প্রায় ১০ লাখেরও বেশি লোক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী হয়ে জীবন যাপন করছে। কিন্তু এই অধিক সংখ্যক প্রবাসীর মধ্যে কোনো প্রকার ঐক্য তথা সখ্য নেই বললেই চলে। যার কারণে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে আমাদের ভূমিকা একান্ত নগণ্য। তাছাড়া দেশের দুর্যোগময় মুহূর্তে আমরা এগিয়ে আসতে পারি না। নীরব ভূমিকা পালন করি। নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য আমাদের অনেক দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ন্যূনতম লোক দেশের স্বার্থে এগিয়ে আসে। বাকিরা দূর থেকে দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে কি আমাদের দায়িত্ব শেষ? না তাতে আমাদের দায়িত্ব শেষ নয়। সর্বদলীয় নাগরিক কমিটির ব্যানারে আমরা একতাবদ্ধ থাকলে দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে আমরা অনেক কিছুই করতে পারবো। বর্তমানে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। একদিকে অভয়াবহ বন্যা, অন্যদিকে রাজনৈতি প্রতিহিংসা। একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে নিশ্চয় আমরা তা আশা করি না। খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, মুক্তিপণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি তথা হত্যা-নির্যাতনের কাহিনী এতোটাই লোমহর্ষক ও নির্মম যে, তা শুনলে কখনো শিউরে না উঠে পারা যায় না। একদিন যে আশা নিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের রক্ত দিয়ে লিখে গেছেন এই বাংলার অস্তিত্ব। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজকের এই বাংলাদেশ পেয়েছি তারা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিল? যদি তাই হয় তবে নিশ্চিত আমাদের স্বাধীনতা ভুল ছিল। তাই দেশের এই দুর্যোগময় মুহূর্তে আমরা যারা প্রবাসী তাদের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া আমরা

মনের মাঝে আতঙ্ক

ইদানীং বাড়ি থেকে আম্মা আমার কাছে ঘন ঘন টেলিফোন করেন। কারণ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি শহরে থাকি এ জন্য ওনার বেশি টেনশন। ওনার এ রকম অবস্থার প্রতি দ্বিমত করার কোনো উপায় নেই। কারণ আমিও তো এক রকম অস্থিরতার মধ্যে আছি। কলেজে গেলে মনে হয় কোথায় যেন মিছিল থেকে গুলি হবে, শহরে গেলে মনে হয় কোথায় দাঁড়াবো। এখানে যদি কোনো বোমা থাকে! এমনকি গাড়িতে উঠলেও মনে হয় যদি বোমা বিস্ফোরিত হয়ে যায়! ছিনতাইকারী অ্যাটাক করে! সবকিছুতে আমার মনের মাঝে আতঙ্ক। কারণ এ দেশে এখন আর অসম্ভব বলে কিছু নেই যা প্রমাণিত। দেশে সরকার আসে সরকার যায়, আশার বাণী শুনি। কিন্তু মনের মাঝের আতঙ্ক যায় না এবং যাওয়ার কোনো আলামতও দেখছি না।

জাহিদ, অর্থনীতি ২য় বর্ষ,
এমসি কলেজ, সিলেট

যুবরাজ ও যুবরাজ!

সাপ্তাহিক ২০০০, ১০ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শৌভিক আহমদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন 'এক একর জমি ৫ টাকা'... সিলেটের যুবরাজ নাসের রহমান কাহিনী'র জন্য ২০০০-এর সম্পাদক ও প্রতিবেদককে আন্তরিক ধন্যবাদ।
গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত একটি গল্প দিয়ে শুরু করি। কুখ্যাত এক ডাকাত তার মৃত্যুর সময় ছেলেকে ডেকে বললো, 'বাবা আমি মারা গেলে তুই এমন কিছু করিস, যাতে লোকে আমাকে ভালো বলে।' ছেলে অনেক চিন্তা করে পিতার পেশা ডাকাতির সঙ্গে ধর্ষণ করা শুরু করলো। তখন লোকে বলা শুরু করলো, 'ওর চেয়ে বাপই ভালো ছিল।'
অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমাদের ক্ষমতাধর অর্থমন্ত্রীর পুত্রধন ওই ডাকাত পুত্রের মতো পিতার ভালো বলার স্কিম হাতে নিয়েছেন।
নাসের রহমান যে সাংসদ শাহীন সম্পর্কে বিষোদগার করছেন সে ব্যক্তি কিন্তু পিতার ছেড়ে দেয়া আসনে উপনির্বাচন নামক প্রহসনের মাধ্যমে সংসদে আসেননি, জনগণের ভোটেই এসেছেন। শাহীনের ক্যাডাররা কোনো প্রবাসী সম্পাদককে হুমকি দিয়ে দেশছাড়া করেনি।
যুবরাজ উপনির্বাচনের আগে যশোর দড়াটানা অগ্রণী ব্যাংকের ৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি ছিলেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার তার দায়িত্ব পালনের স্বার্থে বিষয়টি লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনে জানালে পিতার প্রভাব খাটিয়ে যুবরাজ ব্যাংক ম্যানেজারকে অনেক দূরে বদলি করে দেন। অথচ সে অভিযোগে যুবরাজের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার কথা ছিল। ঢাকার ব্যাংকপাড়ায় যুবরাজের মাস্তানি ও চাঁদাবাজি ওপেন সিক্রেট। পিতা-পুত্রের কথায় মনে হয় তারা পুরো দেশেরই মালিক।

শাহরিয়ার আখতার, ঘোপ, যশোর

একতাবদ্ধ থাকলে প্রবাসে আমাদের শিক্ষা, চিকিৎসা তথা দূতাবাস সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করতে পারবো। প্রয়োজনে স্ব স্ব স্থানে থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তথা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে অগণতান্ত্রিক, শিষ্টাচারবিরোধী ও পৈশাচিক সব ঘটনার প্রতিবাদ জানাবো।

মামুন, পোস্ট বক্স নং-৪০৩৮১
রিয়াদ নং-১১৪৯৯, কে.এস.এ

আর কতদিন শুনবো ধর্ষণের কাহিনী

কিভাবে শুরু করবো, লিখতে নিজের কাছে লজ্জাবোধ হচ্ছে। পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালেই পাওয়া যায় ধর্ষণের কাহিনী। সমাজে ধর্ষণ কথাটি নিন্দনীয় এবং পাপ কাজ। ধর্মীয় আইনে রেওয়াজ আছে ধর্ষণকারীকে ১০০ বেতের আঘাত করা, আঘাত করার ফলে যদি ওই ব্যক্তি মারাও যায়, তাহলে কবরের ওপর মারা। ৩১ আগস্ট ২০০৪ দৈনিক মানবজমিনে রাত ১০টার দিকে মানিকগঞ্জের উচুটিয়ায় অবস্থিত ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের পাশে পটুয়াখালীর বাউফলের এক কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে গ্রিডের লাইনম্যান ফারুক। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রেপ্তার করে তাকে থানায় নিয়ে আসে। ফারুকের পক্ষে দেনদরবার চলে তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য। ছাড়িয়ে আনতে ব্যর্থ হলে গ্রিড উপকেন্দ্রের জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক আমান রাত ১২-৫০ মিনিট থেকে দু'দফায় ১ ঘন্টা ৫ মিনিট করে বন্ধ করে দেয় গ্রিডলাইন। জিম্মি করা হয় পুরো শহরবাসীকে। অন্যায় যে করে আর অন্যায়কারীকে যে সাহায্য করে উভয়েই সমান অপরাধী। আমার প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রীয় আইন থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একজন ধর্ষণকারীর পক্ষ হয়ে বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে দেয়? ১৭৫/৩৭৬ ধারায় ধর্ষণকারী বা ধর্ষণের চেষ্টাকারী এবং তার পক্ষ অবলম্বনকারী সবাই সমান অপরাধী বলে বিবেচিত। অতএব, যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সমাজে অপরাধ কমবে। বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রইল।

মোবারক, তেভাগিয়া কলাগাছিয়া, হোমনা, কুমিল্লা

দৃষ্টি আকর্ষণ

মিরপুর বাংলা স্কুলের অনিয়ম

১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুল দেশের প্রথম সারির স্কুলগুলোর ভেতর একটি বলা চলে। কিন্তু বর্তমানে এখানে যেসব অযুত-নিযুত অনিয়ম বাসা বেঁধেছে সেগুলোর কিছু তুলে ধরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি। ১. বালক শাখা স্কুলের পশ্চিম পাশে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ভবন দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে খালি পড়ে আছে। কি উদ্দেশ্যে এবং কাদের টাকায় এই ভবন নির্মিত হয়েছে, যা কোনো কাজে আসছে না? এটা আমাদের কাছে একটা বড় প্রশ্ন। ২. প্রতি শাখায় ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ক্লাবে বাড়ির কাজ বলে দেয়াই হলো সিলেবাস শেষ করা। কখনো দেখা যায়, কয়েক দিনের জন্য স্কুল বন্ধ থাকবে তখন অধিকাংশ সিলেবাস বাড়ির কাজ হিসেবে দিয়ে দেয়া হয়। ৩. ক্লাসে না পড়িয়ে শিক্ষকদের নিজেদের পরিচালিত কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল করা হয়। এ ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ওপর আর্থিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। ৪. আমার জানা মতে, এই স্কুলে অভিভাবকদের মিলনী কোনো সভা হয় না। কারণ হিসেবে দেখা যায়, অভিভাবকরা যাতে একত্রে তাদের সন্তানদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলতে না পারে। যদি কেউ এককভাবে প্রধান শিক্ষকের কাছে কোনো সমস্যার কথা বলেন, সোজা সাপটা উত্তর- আপনার সন্তানকে স্কুল থেকে নিয়ে যান। ৫. ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায় না, এ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ যে কৌশল অবলম্বন করেন তা হলো ভালোমন্দ কিছু জিজ্ঞেস করলেই তাকে ধমক দিয়ে বেত্রাঘাত করে বলা হয়, কথা বল কেন, সিটে বস। একটি ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যায়, এক ছেলে তার পরীক্ষার ফলাফলের পর পেপার জমা দিতে গিয়ে বলল, স্যার আমার এই অঙ্কটা হয়েছে, নম্বর দেয়া হয়নি। স্যার কিছু না দেখে তাকে মার ও ধমক দিয়ে পাঠিয়ে দিল। তা দেখে কোনো ছাত্র আর কোনো সমস্যার কথা স্যারকে বলতে সাহস পায় না। ৬. প্রধান শিক্ষকের সপ্তাহে ১৮টা ক্লাস নেয়ার জন্য সরকারের নির্দেশ, কিন্তু তিনি কোনো দিন ক্লাস নেন না। ৭. বাংলা স্কুলের কিছু শিক্ষকের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ও স্টেশনারি দোকান থাকার কারণে সময়ে অসময়ে বই, খাতা ও অন্য ব্যবহারের জিনিসপত্র পরিবর্তন করে নতুন করে কেনার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। যেমন : সপ্তম শ্রেণীতে সেদিন হঠাৎ করে আগের গ্রামার বই বাদ দিয়ে নতুন একটা পড়ানো শুরু করলো, সে বইটির দাম ১১০ টাকা। পরে বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম নতুন বইটি এক শিক্ষকের লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। তাই তিনিই এ কাজটি করেছেন। ৮. বাংলা স্কুলে বার্ষিক আয় প্রায় দুই কোটি টাকা। শিক্ষকদের বেতন দেয়ার পর অবশিষ্ট টাকা কি কাজে ব্যয় হচ্ছে তাও দেখার বিষয়। তাছাড়া ছাত্রছাত্রী ভর্তি, এসএসসি ফরম ফিলাপ, ইচ্ছামতো যেকোনো বই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করাসহ বহু অনিয়মে ভরা বাংলা স্কুল। বিষয়গুলো তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কচি কোমল ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষা দানের ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে নিম্ন আয়ের অভিভাবকদের যাতে অতিরিক্ত অর্থ চাপের মাশুল না গুনতে হয়, তার ত্বরিত ব্যবস্থার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

আবুল কালাম আজাদ, মিরপুর, ঢাকা

ত্রাণ বিতরণ না দলীয় শক্তি প্রদর্শন

২১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী গেলেন লক্ষ্মীপুরে ত্রাণ বিতরণ করতে। ত্রাণ নিতে এসে পদদলিত হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক দুস্থ মহিলার। কয়েক দিন আগে টিভিতে দেখা গেলো প্রধানমন্ত্রী গেলেন কেরানীগঞ্জে বন্যাদুর্গতদের দেখতে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে এবং নদীতে লঞ্চ-স্টিমার-নৌকা বোঝাই করে মানুষের মাথার ওপর মানুষ। কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। মনে হয়েছে এই বুঝি ডুবলো। এই বুঝি ঘটলো কোনো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কিন্তু এদিকে কারো খেয়াল নেই। বরং প্রধানমন্ত্রী এবং তার সহযাত্রী মন্ত্রী-নেতাদের মুখে তৃপ্তির হাসি- তাদের আগমনে বিপুল জনতার উপস্থিতি দেখে এলাকার মন্ত্রী-নেতারাও ধন্য বিপুল জনতার সমাবেশ ঘটাতে পেরে এবং তা প্রধানমন্ত্রী ও দেশবাসীকে দেখাতে পেরে। এখন কথা হলো, উপস্থিত এই বিপুল জনতার সবাই কি বন্যাদুর্গত? সবাই কি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণপ্রত্যাশী? নাকি বন্যা ও ত্রাণ বিতরণের নামে তা দলীয়শক্তি প্রদর্শনের এক উৎকট মহড়া? দেশের দুর্গত এবং অসহায় মানুষগুলোকে পুঁজি করে ত্রাণের চেয়ে আরো বেশি রাষ্ট্রীয় অর্থ খরচে সরকারের প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীদের দলীয়শক্তি প্রদর্শনের এমনতর অপকালচার এক নির্মম পরিহাসেরই নামান্তর।

আবুল হাসেম
ত্রিপলি, লিবিয়া

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

আমাদের বৃহন্নলারা

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। অর্জুন অস্ত্রবিদ্যা লাভের জন্য দেবলোকে গেছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র অর্জুনকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে চাইলেন। অর্জুনকে কামকলা শেখাতে গিয়ে উর্বশী অর্জুনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। বিদ্যাগুরু ও মাতৃবৎ গণ্যে অর্জুন তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। উর্বশী অর্জুনকে শাপ দেন যে ধরায় ফিরে অর্জুনকে ক্লিব হয়ে স্ত্রীগণের মধ্যে নৃত্য করে যন্ত্রের ন্যায় কালযাপন করতে হবে। ধরায় ফিরে ক্লিব অর্জুনের নাম হয় 'বৃহন্নলা'। বৃহন্নলা এক রাজার কন্যাদের নাচ শেখানোর কাজ পান।

জিয়াউর রহমান সাহেব রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে একাত্তরের ঘাতক, সাবেক বাম ও কিছু বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিএনপি নামের দলটি বানিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত দিয়ে তার রাজসূয়যজ্ঞ শুরু করেন। আমাদের ভাবতে কষ্ট হয় যে জিয়াউর রহমান একজন 'বীরোত্তম' ছিলেন। বিএনপি এখন একাত্তরের ঘাতক জামায়াত ইসলামী ঐক্যজোটকে নিয়ে বাংলাদেশে অপশাসন চালাচ্ছে। একাত্তরের ঘাতক ও কট্টর মৌলবাদীরা এখন বিএনপিকে ছাপিয়ে উঠে ধর্মীয় রাষ্ট্র 'বাংলাস্তান' গড়ার স্বপ্ন দেখছে। বিএনপিতে থাকা মুক্তিযোদ্ধা ও বামদের '৭১ সালে নিজামী গং হাতে পেলে কি করতো তা হয়তো এই 'মুক্তিযোদ্ধা' ও 'বাম' গণই ভালো বলতে পারবেন। অথচ তারা আজ '৭১-এর ঘাতকদের পদচুম্বনেও দ্বিধা করছেন না। কাজেই এরা হলো আমাদের 'বৃহন্নলা'। আমাদের সামনেও হয়তো একটি 'কুরুক্ষেত্র' সমাসন্ন। যা ঘটবে 'বাঙালি' ও 'রাজাকার মৌলবাদী' দর্শনের মধ্যে। অর্জুন শেষাবধি শাপমুক্ত হয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ মুহূর্তে আমরা আশা করছি আমাদের বৃহন্নলারাও তাদের ক্লিবত্ব ঘুচিয়ে আসন্ন সংগ্রামে বাঙালিত্বের পাশেই অবস্থান নেবেন। এ সুযোগটি হারালে বাঙালি জাতির ইতিহাসে আপনারা শিখন্ডি হয়ে এক কলঙ্কিত অধ্যায় তৈরি করবেন।

আনিস উল হক, আইনজীবী সমিতি, নীলফামারী